Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 8 –13
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন : একটি পর্যালোচনা

লক্ষ্মী সাহা
SACT, বিবেকানন্দ মহিলা মহাবিদ্যালয়
ইমেইল : lakshmi.saha2014@gmail.com

Keyword
গীতা, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, বিশ্বরূপদর্শন, কর্তব্যকর্ম, ভক্তি, প্রেম, নিষ্ঠা

Abstract
‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ এমন একটি গ্রন্থ যার অধ্যয়নে মনে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করে। জীবনের নানা জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যায়। গীতার ১৮টি অধ্যায়ের মধ্যে একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিশ্বরূপদর্শনযোগ এখানে আলোচিত হয়েছে। কেন এই বিশ্বরূপ দেখালেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের মত আমরাও কতটা জ্ঞান আহরণ করতে পারলাম তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হয়েছে। বিশ্বরূপের অর্থ হল বিশ্বের রূপ। সমগ্র ভুবনকে একত্রে এক স্থানে দর্শন করা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে যদি অলৌকিক দিব্যশক্তির প্রভাব থাকে। এরকমই মহাজাগতিক শক্তির উদয় হয়েছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তনুতে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তিনি অসীম শক্তিধর মহাপুরুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। দর্শন করিয়েছিলেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ। যে রূপ বর্ণনার দ্বারা গীতার একাদশ অধ্যায় সমৃদ্ধ হয়েছে। অর্জুন যে রূপ প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করেছিলেন, সেই রূপ যুগ যুগ ধরে মানবজাতি কল্পনার দৃষ্টিতে দর্শন করে চলেছে। এই রূপ দর্শনের যোগ্যতা সকলের থাকে না। প্রিয়সখা নরোত্তম অর্জুনের ছিল। অর্জুন ছিলেন স্থিতধী, লক্ষ্যে অবিচল, কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান পুরুষ। তিনি যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপ্রবণ ছিলেন তেমনই অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ছিল সখ্যতা, ভক্তবৎসলতা। উভয়ের অনুভূতি মিলে তৈরী হয়েছিল এক অটুট বন্ধন। সম্পর্কের গভীরতা ছিল অকৃত্রিম। তাই সেই প্রিয় অর্জুনকে হতাশাগ্রস্থ দেখে, তাঁকে কর্তব্যচ্যুত হতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি। এমনই ভক্তপ্রেম, সখ্যপ্রেম। ভক্ত যখন বিপদে পড়ে কিংবা ভুল পথগামী হয়ে থাকে তখন ঈশ্বর ঢাল হয়ে তাঁকে রক্ষা করেন, তাঁকে সঠিক দিশাতে নিয়ে যান। অর্জুনের ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছিল। তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই সংসারের নিয়তি সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন কারণ আমরা সকলেই নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিয়তির অমোঘ নিয়মকে খন্ডন করবার শক্তি কারোর নেই. অথচ অর্জুন সেই সৃষ্টির নিয়মকে লঙ্ঘ করার ব্যর্থ প্রয়াস করতে চাইছেন। যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি চরম ভুল করছেন। আর তাই ঈশ্বর তাঁকে বিশ্বরূপ দেখালেন যাতে তাঁর মধ্যে উদয় হয় বোধশক্তির। অবশেষে অর্জুনের চৈতন্যলাভ হল। আমরা সকলেই এই জগৎসংসারের নিমিত্তমাত্র. আমাদের ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছার উপর জগতের কোনো কার্য নির্ভর করে না। সর্বশক্তিমান বিধাতার ইচ্ছাতেই এই পৃথিবীর ভালো-মন্দ সকলই ঘটে থাকে। অতএব যুদ্ধ না করে সে যে তাঁর আপনজনদের বাঁচাতে চাইছে, তাঁরা সকলেই

নিজ কর্মদোষে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূর্ব হতেই নিহত। অতএব অর্জুনের স্বধর্ম পালন করাই শ্রেয়, একজন বীর ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তাঁর যুদ্ধ করা উচিত।

Discussion

ভূমিকা : জগতের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। গীতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই জ্ঞান অমূল্য জ্ঞান। গভীর ওতত্ত্ব-সমৃদ্ধ পুস্তক অথচ ভাষা অত্যন্ত সরল ও সাবলীল। কিন্তু তাহলেও গীতার ব্যাখ্যা করা সহজ কার্য নয়। যেসব মণীষিরা তাঁদের প্রজ্ঞাদীপ্তালোকে গীতার অর্থ অনুধাবন করেছেন তাঁরা হলেন শঙ্করাচার্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরাচার্য, অরবিন্দ, বালগঙ্গাধরতিলক প্রমুখ মহাশয়গণ। এছাড়া বহু বহু মানুষ যুগ যুগ ধরে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বর্তমানেও করে চলেছেন। ঋষি অরবিন্দ বলেছেন –

> "গীতার সহস্র ব্যাখ্যা হইলেও এমন সময় কখনও আসিবে না যখন নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। এমন জগৎশ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত বা গভীর জ্ঞানী গীতার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না যে তাঁহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম হইলে বলিতে পারি, হইয়াছে, ইহার পরে আর গীতার ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন, সমস্ত অর্থ বোঝা গেল।"[১]

অর্থাৎ গীতা হল মহাসমুদ্রের ন্যায়। এর অর্থের গভীরতার তল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তথাপি যাঁরা এই কার্যের উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা আমাদের নিকট প্রণম্য।

গীতার ১৮টি অধ্যায়ে বিধৃত রয়েছে ৭০০ শ্লোক। বক্তা হলেন পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রোতা হলেন তাঁরই প্রাণপ্রতিম সখা নরোত্তম অর্জুন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ কর্মবীর, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, রাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় রূপে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জীবনে অসামান্য শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেই শক্তিরই বহিঃপ্রকাশস্বরূপ এবং তাঁর অমূল্য জ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থই গীতা। অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যেন গীতায় প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন।অরবিন্দের মতে –

> "গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্তি।"[২]

বিশ্বরূপদর্শনের পটভূমি :

সমসাময়িক মহাপুরুষদিগের মধ্যে অর্জুনকেই শ্রীকৃষ্ণ গীতা–জ্ঞানলাভের উপযুক্ত আধাররূপে নির্বাচন করেছিলেন কারণ অর্জুন ছিলেন শ্রদ্ধাবান, নিরহংকারী, আত্মসমর্পণ করতে সদা সচেষ্ট। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লে অর্জুনকে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়াসেই শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত হয়েছিল গীতার অমোঘ বাণীসমূহ।

আলোচ্য প্রবন্ধে গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপদর্শনযোগ নিয়ে আলোচনা করা হবে। দশম অধ্যায়ে খণ্ডবিভূতির বর্ণনা করা হয়েছে আর এই অধ্যায়ে সমগ্র বিভূতিময় বিশ্বরূপের অতুলনীয় বর্ণনা রয়েছে। বিশ্বরূপ অর্থাৎ 'বিশ্বেররূপ'। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণাধিক প্রিয়সখা অর্জুনকে এই জগৎসংসারের প্রকৃতনিয়ন্তা সম্পর্কে জানাতে ইচ্ছুক হয়ে বিশ্বরূপের দর্শন করেছিলেন যা বিশ্বরূপ দর্শনযোগ নামে পরিচিত। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে অনন্যাভক্তির কথা আছে। অনন্যাভক্তি হল সর্বদাই ঈশ্বরকে স্মরণ করা, মনবুদ্ধি তাঁকে সমর্পণ করা। তেমন ভাবে সমর্পণ যদি করা যায় তাহলে সেই ভক্তিমান ভক্তের হৃদয়ে তিনিই জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দেন যার আলোয় আলোকিত হয় হৃদয় এবং যা এতকাল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছাদিত ছিল, তাই ভক্তের নিকট স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই প্রকাশিত হয়। চর্মচক্ষুর দ্বারা বিশ্বরূপদর্শন অসম্ভব কিন্তু জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা সম্ভব। আর এই জ্ঞানচক্ষু-লাভের অধিকারী হলেন ভক্তিমান ভক্ত যার একনিষ্ঠ ভক্তিতে ভগবান প্রীতি অনুভব করেন। অর্জুন ছিলেন এমনই একজন যাঁর চরিত্র, যাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি সকলই অনন্যসাধারণ ছিল। যিনি নিজ মনবুদ্ধি অর্পণ করেছিলেন ঈশ্বরের চরণে। বিষাদক্লিষ্ট হয়ে, কর্তব্যকর্মবিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে শরণাপন্ন হয়েছিলেন

ঈশ্বরের। তাই তো শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হল। এছাড়া দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ সম্পর্কে সবিস্তারে জানার পর অর্জুনের তীব্র কৌতূহল হয় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপ সম্পর্কে জানার –

"ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া / ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্।। ১১/২
এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মনং পরমেশ্বর/ দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।। ১১/৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো/ যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।।" ১১/৪

অর্থাৎ -

> "হে পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ, তোমার নিকট ভূতবর্গের উৎপত্তি বিলয় তো বিস্তৃত ভাবেই শুনলাম। তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য, নির্গুণ সগুণ সর্বাত্মক মহিমাও শুনলাম। হে পরমেশ্বর, যেভাবে তুমি আত্মতত্ত্ব বললে তা এরূপই ঠিক।হে পুরুষোত্তম, তোমার জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, তেজযুক্ত ঈশ্বরীয়রূপ দেখতে চাই। হে প্রভু, যদি সেই রূপ দেখার জন্য আমাকে সক্ষম মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, তুমি আমাকে তোমার অব্যয় অবিনাশী বিশ্বাত্ম রূপ দেখাও।"[৩]

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপবর্ণনা :

শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রকম কারণের শ্রেষ্ঠকারণ তা এই একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। স্বামী প্রভুপাদকৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হচ্ছে –

> "সমগ্র জড়জগতের প্রকাশ হয় মহাবিষ্ণু থেকে এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই মহাবিষ্ণুরও উৎস। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী।"[৪]

কর্তব্যবিমূঢ়চিত্ত অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রমশঃ দ্বিধা এবং বিষাদকে অতিক্রম করে কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। এমতাবস্থায় তাঁর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়।
এরপর প্রিয় সখার দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দান করলেন এবং তাঁকে তাঁর শ্রেষ্ঠরূপ ওঐশ্বর্য দেখালেন। দিব্যদৃষ্টি হল এমন এক দৃষ্টি যার দ্বারা ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানলাভ করতে পারে। অতঃপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হল। নানাবর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট সেরূপের তুলনা নেই। ভয়ঙ্কর সেই রূপের মধ্যেও অনুপম সৌন্দর্য বিরাজমান। একই তনুতে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুৎসকল এবং বহু অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্যসকলও অবস্থান করছিলেন।বিরাট আকৃতি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দেহে সমগ্রজগৎ বিদ্যমান।এই বিষয়ে অর্জুনকে ভগবান বলছেন -

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎসনং পশ্যাদ্য সচরাচরম্/ মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্য দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।" ১১/৭

(এখানে উল্লেখ্য- 'পশ্য' ক্রিয়াটির দুটি অর্থ হয়-জানা এবং দেখা। গীতার নবম অধ্যায়ে 'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' (১১/৮) পদটির দ্বারা ভগবানকে জানার কথা বলা হয়েছে আর এখানে দর্শন করার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাত্ যা জানা যায় আর যা দেখা যায় দুইই ভগবান।) - এই বলে মহাযোগেশ্বর (ভগবান সমস্ত যোগের অধীশ্বর) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর ঐশ্বরিক রূপ দেখালেন - বহু বহু আনন, নয়ন যুক্ত অদ্ভুত সেইরূপ! সেইরূপ অজস্র দিব্য আভরণ, দিব্যউদ্যত – আয়ুধ দ্বারা সুশোভিত। দিব্যমাল্য ও বস্ত্রের দ্বারা, দিব্য সুগন্ধির সৌরভে আশ্চর্য এক রূপের সৃষ্টি হয়েছিল। ভাগ্যবান অর্জুন সেই বিশ্বতোমুখ অনন্তদেবকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলেন। এ যেন হাজার সূর্যের যুগপত্ উদিত হওয়া, আলোকমালায় সুসজ্জিত সেইরূপ গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে –

"দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা/যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।" ১১/১২

অর্জুন ভগবানের শরীরের একই স্থানে স্থিত জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, স্থাবর-জঙ্গম, নভশ্চর-জলচর-স্থলচর, চুরাশি লক্ষ যোনি, চতুর্দশ ভুবন ইত্যাদি বহুবিভাগে বিভক্ত জগত দর্শন করেছিলেন। জগত যতই অনন্ত হোক, কিন্তু

তা ভগবানের এক অংশেই বিরাজমান। এই রূপ দেখে অর্জুনের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হতে থাকে, তিনি বিস্ময়ান্বিত হয়ে মস্তকের দ্বারা প্রণাম করলেন, কৃতাঞ্জলি পূর্বক বিশ্বরূপদর্শনের অভিজ্ঞতা লব্ধ স্তুতিপাঠও করলেন।
এই স্তুতিপাঠ থেকেও আমরা বিশ্বরূপের বর্ণনা পেয়ে থাকি। অর্জুন বলতে থাকেন –

> "হে দেব আমি আপনার দেহে সকল দেবতাকে, প্রাণীদের বিশেষ সম্প্রদায়গুলিকে, কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, মহাদেব, সমস্ত ঋষিকুল এবং সমস্ত দিব্য সর্পগুলিকে দেখছি। হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! আদি-অন্ত-মধ্যহীন অনেকবাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রবিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমায় আমি সর্বত্র দেখছি।"[৫]

শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ কিরীটযুক্ত, গদাওচক্রযুক্ত, প্রদীপ্তবহ্নিসম, সূর্যকিরণসদৃশ সর্বত্রদীপ্তিমান, প্রবল তেজঃরাশি ধারণকারী অপূর্ব এক রূপ।
অনন্তবীর্যসম্পন্ন, এমন রূপ দর্শন করে অর্জুনের গভীর উপলব্ধি জন্মায়। তিনি বুঝলেন – ভগবান হলেন অক্ষর, পরমবেদিতব্য, এই বিশ্বের পরমনিধান, তিনি অব্যয়, শাশ্বতধর্ম - গোপ্তা, সনাতন পুরুষ, যে পুরুষের আদি নেই, মধ্য নেই, নেই অন্তও -

> "ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
> ত্বমব্যয়ং শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।" ১১/১৮

অনন্তবাহুযুক্ত এই সর্বশক্তিমান পুরুষের নেত্রদ্বয় শশি এবং সুর্যসদৃশ।প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় মুখ। যিনি নিজ তেজের দ্বারা দৃশ্যমান এই নিখিলভুবনকে উত্তপ্ত করছেন। স্বর্গ, পৃথিবী এবংএই দুইয়ের মধ্যবর্তী অন্তরিক্ষ স্থল সকলই ঈশ্বরের দ্বারাই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই রূপের বীভৎসতা এতখানি যে, ত্রিলোকের যেসকল দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিরা রয়েছেন তাঁরা অবধি এই রূপ দর্শনে কম্পিত হৃদয়ে স্তব করছেন। যে সকল দেবতারা লীলার সহায়ক রূপে মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁরা ইহলৌকিক কার্য সম্পাদন করে এই পরমপুরুষের নিকটই গমন করেন।তাঁরাও ভীত হয়ে করজোড়ে স্তুতি গাইছেন। মহর্ষি সিদ্ধসংঘ 'স্বস্তি 'বাক্যের দ্বারা প্রসন্ন করার প্রয়াস করছেন। এছাড়া যাঁরা এইরূপ দর্শন করেছেন, তাঁরা সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিদ্বয়, মরুৎগণ, উষ্মপা প্রমুখ পিতৃগণ রয়েছেন। আরও রয়েছেন গন্ধর্ব, যক্ষ অসুর, সিদ্ধগণও। মহাবাহুবিশিষ্ট সনাতন পুরুষের বহুবক্ত্র রয়েছে, নেত্রও বহু।বহু বাহু-উরু-পাদযুক্ত, করালদন্তবিশিষ্ট এই রূপ সকল দিব্যদৃষ্টিযুক্ত মানবের হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে। অর্জুন দেখছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিপক্ষ যোদ্ধাগণ তথা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, মহারথী ভীষ্ম, দ্রোণ, সুতপুত্র কর্ণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেই বিশ্বরূপবিশিষ্ট দেহের মুখবিবরে প্রবেশ করছে। কেউ কেউ আবার চূর্ণিতমস্তকে দংশন মধ্যে সংলগ্ন হয়ে রয়েছেন –

> "বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি, দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি /কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু, সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।।" ১১/২৭

যেমন নদীসমূহের জলরাশি প্রবলবেগ সমুদ্রের দিকে ধেয়ে চলে সেইরূপ নরগণ, বীরগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রজ্জ্বলিত অনলসম মুখগহ্বরে প্রবেশ করছেন। পতঙ্গেরা যেমন ধ্বংস হবার নিমিত্তই অগ্নির দিকে ধাবিত হয়, তেমন ভাবেই যেন লোকেরাও নিজ নিজ কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধ্বংস হবার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের সেই ভয়ঙ্কর মুখে প্রবেশ করে চলেছে। এমনই তাঁর প্রতাপ যে, সমস্ত জগৎ সেই প্রতাপের দ্বারা ক্রমাগত সন্তাপিত হয়ে চলেছে।

অর্জুন যখন এই রূপ দর্শন করার পরে এই রূপ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ জানালেন – এই বিশ্বরূপ হল মূলতঃ প্রলয়ের কালস্বরূপ, তিনি লোকসকলকে সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েই এই রূপ ধারণ করেছেন।অতএব এই সংহারকে কোনোভাবেই প্রতিহত করা সম্ভব নয়। সুতরাং অর্জুন যুদ্ধ করে শত্রুজয় করে রাজ্যলাভ করুক, এতেই তাঁর মঙ্গল। সর্বোপরি জগতেরও মঙ্গল হবে। এই সকল রথী-মহারথীগণ পূর্ব হতেই এই সংহারকর্তা কর্তৃক নিহত হয়েছেন। অর্জুন এবং অপরাপর যোদ্ধাগণ এক্ষেত্রে নিমিত্তমাত্র!

বিশ্বরূপ দর্শনের তাৎপর্য :

বিশ্বরূপ দর্শনের জ্ঞান পরমজ্ঞান। এ জ্ঞানের সৌন্দর্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে গভীরতাও। এই জ্ঞান অর্জুনের মত শ্রদ্ধাবান, বিশুদ্ধ আত্মা, বীরপুরুষই লাভ করতে পারেন। অর্জুনের চরিত্রের গুণাবলী ভগবান কৃষ্ণকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে তিনি তাঁকে নিজদেহে সমগ্র বিশ্বেররূপ দর্শন করিয়েছিলেন। সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাদ, হস্তযুক্ত এক ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ।যেরূপ দর্শনে জ্ঞাত হয়, ঈশ্বর তাঁর কর্ম নিজের মত করেই করেন, আমরা জগতবাসী নিমিত্তমাত্র। আমরা কখনই তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেক চলি না, কিংবা বলা যায় চলতে পারি না। পূর্ণশক্তি দ্বারা কাজ করা উচিত কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি থাকা বাঞ্ছনীয় নয় কিংবা নিজেকে কারণ ভাবাও উচিত নয়। অহংকারহীন চিত্তই ঈশ্বরের প্রিয় হয়ে থাকে। অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হয়ে যখন ভাবছেন যে তিনি যদি নিজ হস্তে আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করেন তাহলে পাপকর্মে ব্রতী হবেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জানাচ্ছেন, অর্জুন হত্যা না করলেও যাদের মৃত্যু অবধারিত আছে তাঁদের মৃত্যু হবেই। বিধির বিধান খণ্ডাবার ক্ষমতা কারোর নেই। বিশ্বরূপ দর্শনে তাই দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রের রথী-মহারথীগণ দলে দলে ভগবানের মুখে প্রবল গতিতে প্রবেশ করছেন। তাঁদের দেহ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরলিপ্ত হচ্ছে, বিকটদন্তসমূহের দ্বারা পিষ্ট হচ্ছেন।

অতএব আমাদেরকে আমাদের কর্তব্যকর্ম করতে হবে। কারণ জগতের যা কার্যূরূপে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তা সম্পন্ন হবেই। আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপর তা নির্ভর করেনা। যেমন অর্জুন তাঁর স্বজনদের হত্যা না করলেও স্বজনদের মৃত্যু অনিবার্য। বরং আমরা যদি নিজেদের কর্তব্যকর্মে ব্রতী হই এবং জয় যুক্ত হতে পারি, তাহলে সমাজের কাছে, জগতের কাছে নিজেদের তুলে ধরতে পারব। আবেগপ্রবণ হয়ে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করা কখনই উচিত কার্য নয়।অর্জুনের উচিত নিজ সুখদুঃখের বিবেচনা না করেই স্বধর্ম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম পালন করা। এ কার্যে অবহেলা প্রকৃতপক্ষে অধর্ম। অর্জুন তথা মানবজাতির স্বার্থেই যেন এ বিশ্বরূপের অবতারণা। ঈশ্বরের দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবংপ্রলয় হয়ে থাকে।জগতের তৃণটিও তাঁর ইচ্ছে ছাড়া নড়তে পারে না। যাঁর জন্ম হবার সে জন্মাবে।আবার যাঁর এই সংসারে স্থিতিকাল শেষ হয়েছে, সেও সংসার ত্যাগ করবেই। আমরা শতচেষ্টা বা প্রার্থনা করলেও এনিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। আবার ঈশ্বর যদি চান, তিনি সর্বতোভাবে রক্ষাও করতে পারেন। আমরা দেখি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা যখন ব্হ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে উত্তরার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজের জীবনের সমস্ত তপস্যার ফল দিয়ে সেই গর্ভস্থ সন্তানকে প্রাণদান করেছিলেন। একারণেই হয়ত দুটি কথাই আমাদের সমাজে সমধিক প্রচলিত-একটি হল রাখে হরি মারে কে? আরেকটি মারে হরি রাখে কে?

উপসংহার : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত এই 'বিশ্বরূপদর্শনযোগ' একাধারে যেমন ঈশ্বরের অপার শক্তির পরিচয় প্রদান করে তেমনি আবার আমাদের নিকট এইতথ্যও প্রকাশ করে যে সর্বশক্তিমান বিধাতার ইচ্ছাতেই এসংসার চলমান। আমরা কেবল হিতকর্মে ব্রতী হয়ে নিজেদের কর্তব্যকর্ম করতে পারি। এছাড়া আমাদের মত প্রকাশের ওপর জগতের নিয়ম নির্ভর করে না। আমাদের হর্ষ, ক্রোধ, দুঃখ যাবতীয় অনুভূতি সেখানে পরাজিত। আমাদের চোখে যে দৃশ্যমান জগত্ রয়েছে তা ভগবানের বিরাটরূপ নয় কারণ বিরাটরূপ হল দিব্য এবং অবিনাশী। ভোগেচ্ছার জন্যই জড়ত্ব, ভৌতিকত্ব, মলিনত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভোগেচ্ছার জন্য যদি জগতের প্রতি আকর্ষণ না হয়, তাহলে সবই চিন্ময় বিরাটরূপ। ভগবানের এই রূপ দর্শনের ইচ্ছা দেবতাদেরও থাকে, দেবতাদের শরীর ভৌতিক তেজোময় এবং ঈশ্বরের শরীর চিন্ময়, সত্, চিত্. আনন্দময় ও অলৌকিক। ইচ্ছা থাকলেও ভগবানকে শুধুমাত্র অনন্য প্রেমের দ্বারাই দেখা সম্ভব।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রীঅরবিন্দ, গীতার ভূমিকা, পৃ. ১
২. শ্রীঅরবিন্দ, গীতার ভূমিকা, পৃ. ৫
৩. চৌধুরী, কুমুদরঞ্জন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পৃ. ৪৪৬
৪. ভক্তিচারুস্বামী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, পৃ. ৩৩৭

৫. চৌধুরী, কুমুদরঞ্জন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পৃ. ৭২৬

গ্রন্থপঞ্জী :

১. গোয়েন্দকা, জয়দয়াল, 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', গীতা প্রেস, ২০১৯, গোরক্ষপুর।
২. চৌধুরী, কুমুদরঞ্জন, 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', মুখ্যপুসতকালয়, ১৯৯৩,নদীয়া।
৩. শ্রীঅরবিন্দ, 'গীতারভূমিকা', শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, ১৯৬৯, পণ্ডিচেরী।
৪. স্বামী, ভকতিচারু, 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাযথাযথ', (অনুঃ), ভক্তি বেদান্তট্রাস্ট, ১৯৮৯, কলিকাতা।
৫. স্বামী, রামসুখদাস, 'গীতা-প্রোবোধনী', গীতা প্রেস, ২০১৯, গোরক্ষপুর।